প্রত্নসম্পদ ও সংরক্ষণ শাখা
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর
সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়

প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তিও তালিকা
জেলার নাম: **পাবনা**
সংরক্ষিত ঘোষিত পুরাকীর্তির সংখ্যা: **১১ টি (জুন ২০২৬ পর্যন্ত)**

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১.	**তাড়াস ভবন**		**পাবনা সদর**	২৪°০০'১৭.৫" উ. ৮৯°১৪'০১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৪ জুন ১৯৯৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১৯৬)	তাড়াস ভবনটি ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত এবং ইন্দো ইউরোপীয় স্থাপত্য শৈলীর সংমিশ্রণে নির্মিত একটি দ্বিতল ভবন। তাড়াসের জমিদার রায়বাহাদুর বন মালিরায় এ ভবনটি নির্মাণ করেন। এ ভবনের খিলানাকৃতির বড় বড় পিলার গুলো অলংকরণ সমৃদ্ধ। সম্পূর্ণ রাজবাড়িটি জুড়েই রয়েছে বিভিন্ন রকমের অলংকরণ। বিশেষ করে ভবনটির অভ্যন্তরে গুরুত্বপূর্ণ একটি কক্ষের ছাদ ব্রোঞ্জের তৈরি এবং জাক জমকপূর্ণ অলংকরণ শোভিত। এ ভবনের নিচ তলায় বিভিন্ন পরিমাপের ৬টি কক্ষ, ২টি স্নান ঘর, উপর তলায় ৭টি কক্ষ এবং দু'টি স্নান ঘর এবং উপরে একটি চিলেকোঠা রয়েছে।
২.	**জোড়বাংলা মন্দির**	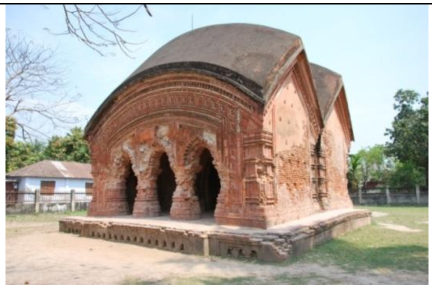	**পাবনা সদর** রাঘবপুর	২৪°০০'০৫.৩" উ. ৮৯°১৪'৪২.১" পূ.	কলকাতা গেজেট ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৪০৯)	জোড়বাংলা মন্দির বাংলাদেশের মন্দির স্থাপত্যের এক অপূর্ব নিদর্শন। ২টি দোচালা ঘর যুক্ত করে মন্দিরটি নির্মাণ করা হয়েছে। মুর্শিদাবাদের নবাবের তহসিলদার জনৈক ব্রজ মোহন ক্রোরী কর্তৃক এ মন্দির ১৮ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৮৯৭ সালের ভূমিকম্পে মন্দিরটি বেশ ক্ষতি সাধন হয়। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের সামনের দিকে ৩টি অর্ধবৃত্তাকারের খিলান বিশিষ্ট প্রবেশ পথ আছে।
৩.	**চাটমোহর শাহী মসজিদ**	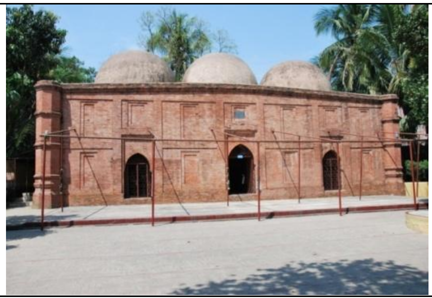	**চাটমোহর**	২৪°১৩'৩৮.৯" উ. ৮৯°১৭'২৭.৭" পূ.	নম্বর: এফ.১৮-৩৭/৫৪-পূর্ব ০৩ নভেম্বর ১৯৫৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 21)*	শিলালিপির পাঠ থেকে জানা যায় সুলতান-উল-আযম আবুল ফতেহ মোহাম্মদ মাসুম খানের রাজত্বকালে তুয়ী মোহাম্মদ খান কাকশালের পুত্র খান মোহাম্মদ (কাকশাল) এ ঐতিহাসিক মুসলিম স্থাপনাটি নির্মাণ করেন। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে একটি শিলালিপি রয়েছে, যেটি মসজিদের সামনের কূপ থেকে নিয়ে স্থাপন করা হয়েছে। শিলালিপিতে কালেমা তাইয়েবা উৎকীর্ণ আছে। চাটমোহর শাহী মসজিদের শিলালিপি বর্তমানে বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৪.	**জগন্নাথ মন্দির**		**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯'০০.২" উ. ৮৯°২১'৩৩.২" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24*	বাংলাদেশে টিকে থাকা হিন্দু মন্দির গুলোর মধ্যে জগন্নাথ (হান্ডিয়াল) মন্দির একটি প্রাচীনতম মন্দির। পশ্চিমমুখী এ মন্দিরের প্রবেশ পথের ডানপাশের নিচের দিকে একটি শিলালিপি স্থাপিত রয়েছে। শিলালিপি থেকে জানা যায় জনৈক ভবানী প্রসাদ কর্তৃক ১৫১২ শতাব্দে (১৫৯০ খ্রিঃ) মন্দিরটির সংস্কার কাজ সম্পাদিত হয়েছিল। এতে ধারণা করা যায় যে, এর অনেক আগে আনুমানিক ১০০ বছর আগে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে এ মন্দির নির্মিত হয়েছিল। মন্দিরে খিলানের সাহায্যে নির্মিত প্রবেশ পথের উপরিভাগ খাঁজকাটা। প্রবেশ পথের দু'পাশে সুন্দর কারুকার্য রয়েছে। বর্গাকার মন্দিরটি ক্রমাগত সরু হয়ে কলস শোভিত সুক্ষ্ম চূড়াতে শেষ হয়েছে। মন্দিরের সম্মুখভাগে পোড়ামাটির ফলক সাথে বিভিন্ন দেব-দেবীর মূর্তি এবং লতাপাতার দৃশ্য উৎকীর্ণ আছে।
৫.	**বাংলা মন্দির** (বাংলা ঘর)	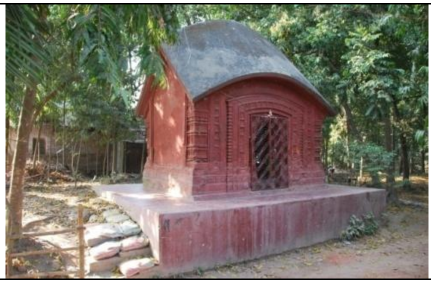	**চাটমোহর** হাণ্ডিয়াল	২৪°১৯.০১৩" উ. ৮৯°২১.৫৫৩" পূ.	নম্বর: ৩৯১৩-পি ০২ এপ্রিল ১৯৩৪ *Protected Monuments and Mounds in Bangladesh (District -wise) 1975 by Department of Archaeology and Museums (Page- 24*	এটি একটি দোচালা বাংলা মন্দির। মন্দিরের পাকা ছাদ বাংলাদেশের দোচালা ঘরের মত করে নির্মিত বলে মন্দিরটি বাংলা মন্দির নামে পরিচিত। মন্দিরের দরজার উপরে একটি শিলালিপি ছিল। কিন্তু বর্তমানে তা নেই। শিলালিপি অনুযায়ী জানা যায়, ১৭০১ শতাব্দে (১৭৭৯ খ্রিঃ) ব্রজরাম দাসের পুত্র কর্তৃক দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে।
৬.	বেরুয়ান জামে মসজিদ		**আটঘরিয়া** চাঁদভা	২৪°০৬'২৪.৬" উ. ৮৯°১১'৪১.৩" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০২ সেপ্টেম্বর ২০২১ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫২৭)	মসজিদটির গঠন কাঠামো ও নির্মাণ উপকরণ দেখে ধারণা করা হয় আনুমানিক ১৭ শতকের শেষে বা আঠার শতকের শুরুতে বলে ধারণা করা হয়। মসজিদটি আয়তাকার এবং তিন গম্বুজ-বিশিষ্ট। বাইরে থেকে এর দৈর্ঘ্য ১৪.১৯ মিটার, প্রস্থ ৫.৯০ মিটার এবং ভেতর থেকে দৈর্ঘ্য ১৩.৩০ মিটার, প্রস্থ ৪.০০ মিটার। মসজিদের চার বহিঃকোণে রয়েছে ৪টি অষ্ট্রভুজাকৃতির বুরুজ রয়েছে। স্থানীয়ভাবে সংস্কারের ফলে এর আদি বৈশিষ্ট্য অনেকটা নষ্ট হয়ে গিয়েছে।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৭.	শম্ভুচাঁদ ঠাকুরের সমাধি আশ্রম		**ফরিদপুর**	-	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- সবিম/শাঃ- ৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা সদর থেকে প্রায় ৪০ কি:মি:উত্তর-পূর্ব দিকে আশ্রমটি অবস্থিত। প্রায় ৪.২২ একর ভূমির উপর প্রতিষ্ঠিত এই বাড়িতে বসে তিনি সত্য ধর্ম প্রচার করেন। শম্ভু চাদের আশ্রমটি সুউচ্চ ইমারত যার আনুমানিক উচ্চতা ১২ মি:। স্থাপত্যিক কাঠামো,নকশা ও অলংকরন বিবেচনায় এটিকে ৪ ধাপে ভাগ করা যায়। এছাড়া সমাধির কাছে রয়েছে প্রাচীন একটি কূপ। এই ইমারতটি প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। বর্তমানে সামান্য অংশই অবশিষ্ট রয়েছে। ১৭৯০ হতে ১৮৮০ খ্রি: মধ্যে নির্মিত পলেস্তর বিহীন ইটের তৈরি সমাধি সৌধটির নির্মান শৈলী, নান্দনিকতা ও অলংকারিক দৃষ্টিতে এটি অনন্য।
৮.	**জোড় বাংলা মাজার**	-	**ভাংগুড়া**	২৪°০০'০৫" উ. ৮৯°১৪'৪২" পূ.	সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং - সবিম/শাঃ- ৬/প্রত্ন-অধি-৯/৯৯/৩৪০ ২৭ জুলাই ২০১০	পাবনা জেলা হতে ৫৬ কি:মি: উত্তর দিকে জোড় বাংলা মাজার অবস্থিত। প্রায় ৬ শতাংশ জমির উপর নির্মিত মাজারটির দৈর্ঘ্য ৩.৩৩ মি: প্রস্থ ২.৫৬ মি: এবং উচ্চতা ২.৮৮ মি:। জোড়বাংলাটি পূর্বমুখী প্রবেশ দ্বার বিশিষ্ট পাশাপাশি দু'টি ছোট কক্ষ। মাজারটি 'শাহ করিম শাহ খলিলুল্লাহ' মাজার নামে পরিচিত। ছাদ নির্মাণের ক্ষেত্রে বাংলার ঐতিহ্যবাহী দোচালা ছাদের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। তবে জোড় বাংলাটি সম্পূর্ণ অলংকারিক বিহীন।

ক্রম	প্রত্নস্থল / পুরাকীর্তি	আলোকচিত্র	অবস্থান	জিও কো-অর্ডিনেট	প্রজ্ঞাপন/গেজেট	সংক্ষিপ্তবর্ণনা
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
৯.	**সুজানগরের জমিদার আজিম চৌধুরীর বাড়ি**		**সুজানগর**	২৩°৫৬'৫৭" উ. ৮৯°৩১'০৫" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ০৮ মার্চ ২০১৮ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-১২১)	রহিম উদ্দিন চৌধুরীর পুত্র আজিম চৌধুরী ১২০ বিঘা জমির তিন ভাগের এক ভাগ জুড়ে নির্মাণ করেছিলেন অত্যাধুনিক ডিজাইনের দ্বিতল বহু দুয়ারি এবং বহু কক্ষ বিশিষ্ট এ অট্টালিকা। এ জমিদার বাড়ির চারিদিকে পরিবেষ্টিত ছিল ৬০ বিঘার একটি দর্শনীয় দিঘি। জমিদার বাড়িতে ছোট বড় প্রায় ৭০ থেকে ৮০টি কক্ষ ছিল বলে জানা যায়। এছাড়া জমিদার বাড়ির সন্নিকটে একটি তিন গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ রয়েছে। মসজিদের প্রবেশ পথের উপরে স্থাপিত শিলালিপি থেকে জানা যায় এটি ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে নির্মিত।
১০.	**প্রমথ চৌধুরীর বসতভিটাসহ অন্যান্য স্থাপনা**	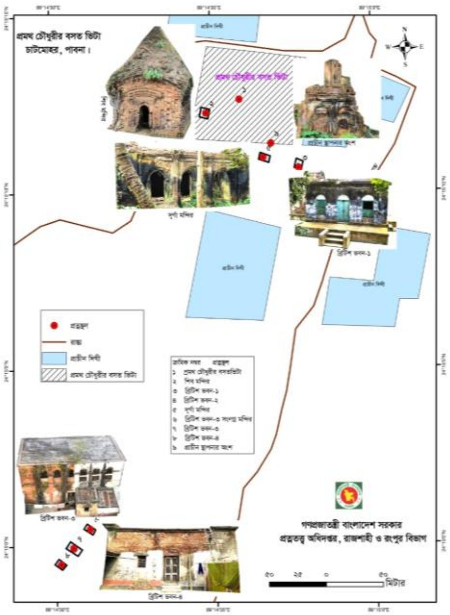	চাটমোহর হরিপুর	২৪°১৫'১৪.১৭" উ. ৮৯°১৪'০৮.৩৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ আগস্ট ২০২৪ (১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা নং-৫৮১)	প্রমথ চৌধুরীর বসতভিটাটি পাবনা জেলা সদর হতে ৪০ কিলোমিটার উত্তর-পূর্ব দিকে অবস্থিত। বাংলা চলিত গদ্যরীতির প্রবর্তক প্রমথ চৌধুরীর পৈত্রিক নিবাস পাবনা জেলার চাটমোহর উপজেলার হরিপুর গ্রামে। প্রথম চৌধুরীর শিক্ষাজীবন ছিল অসাধারণ কৃতিত্বপূর্ণ। তিনি কলকাতা হেয়ার স্কুল থেকে এন্ট্রান্স ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ এ পাস করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে ১৮৮৯ খ্রি. বি এ (অনার্স) দর্শন, ১৮৯০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে এমএ ডিগ্রী লাভ করেন এবং পরে ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য বিলাত (বৃটেন) যান। বিলাত থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারি পেশায় যোগদান না করে তিনি কিছুকাল ইংরেজি সাহিত্যে অধ্যাপনা করেন এবং পরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করেন। তিনি ১৯৪১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'জগত্তারিণী পদক' লাভ করেন। প্রথম চৌধুরীর এই পৈতৃক বসতভিটাটিতে মোট ০৯টি স্থাপনা রয়েছে। তার মধ্যে বর্গাকৃতির শিব মন্দিরটি বাহিরের পরিমাপ ৫.৪০ মিটার। মন্দিরের প্রধান প্রবেশ পথটি পূর্বমূখী। মন্দিরের সামনের দেয়াল অলংকৃত ইট এবং পোড়ামাটির ফলক দিয়ে সজ্জিত। মন্দিরটির স্থাপত্য শৈলী ও অলংকরণ অত্যন্ত চমৎকার এবং মনোমুগ্ধকর। মন্দিরটির ১৭-১৮ শতকে নির্মিত (গঠনশৈলীর ভিত্তিতে) বলে অনুমিত হয়।

১১.	**কবি বন্দে আলী মিয়ার বসতভিটা ও অন্যান্য স্থাপনা**		পাবনা সদর পাবনা	২৪°১৭'৫২.৯৭" উ. ৮৯°২৩'৬৮.৩৪" পূ.	বাংলাদেশ গেজেট ২২ জানুয়ারি ২০২৬	পাবনা তথা বাংলাদেশের ইতিহাস ও সভ্যতার এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। বসতভিটা ও তৎসংলগ্ন স্থাপনাগুলির স্থাপত্য শৈলী ও অলংকরণ অত্যন্ত চমৎকার এবং মনোমুগ্ধকর যার প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম। গঠনশৈলীর ভিত্তিতে নিদর্শনগুলি **২১** শতকের শুরুর সময়ে নির্মিত হয়েছিল বলে অনুমিত হয়।